أحكام

تجويد القرآن الكريم

তাজবীদ শিক্ষার

সহজ পদ্ধতি

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
আল-আহসা ইসলামি সেন্টার
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কুরআন কারীম তেলাওয়াতের কিছু জরুরি আদব

কুরআন করীমে আমাদের পূর্বের ও পরের সকল খবরাদি রয়েছে। কুরআন হলো আল্লাহর রজ্জু এবং সঠিক রাস্তা। একজন মুমিন কখনো ইহা অধ্যায়ন করে ক্লান্ত হন না। কুরআনের আশ্চর্য বিষয়াদি শেষ হবার নয়। ইহা দ্বারা যে কথা বলে সে সত্য বলে আর যে আমল করে সে তার প্রতিদান ও ফল পায়। আর যে কুরআনের দিকে আহবান করে সে সিরাতে মুস্তাকীম তথা সঠিক পথের হেদায়েত পায়। এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব রয়েছে। তান্মধ্যে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো:

১. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তেলাওয়াত করা।
২. কুরআনকে পবিত্র অবস্থায় পড়াই উত্তম। আর পবিত্রতা ছাড়া স্পর্শ না করা।
৩. সম্ভবপর কেবলামুখী হয়ে তেলাওয়াত করা।
৪. শরীর ও কাপড় পরিস্কার হওয়া ও পবিত্র স্থানে তেলাওয়াত করা।
৫. মেসওয়াক করে [বিশেষভাবে ঘুম থেকে উঠার পর] কুরআন তেলাওয়াত করা।
৬. ভয়-ভীতি সহকারে, প্রশান্ত চিত্তে ও গাম্ভীর্যতার সাথে তেলাওয়াত করা।
৭. মধুরস্বরে ও সুলোলিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করা।
৮. পড়ার সময় হাসাহাসি ও খেলাধুলা এবং অনর্থক কাজ না করা।
৯. সূরা তাওবা ছাড়া সকল সূরার শুরুতে আ'ঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলে পড়া আরম্ভ করা। আর সূরার মধ্য হতে পড়লে শুধুমাত্র আ'ঊযুবিল্লাহ দ্বারা শুরু করা।
১০. যে সকল আয়াতে ওয়াদা ও শাস্তির কথা রয়েছে তাদ্বারা প্রভাবিত হওয়া।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১১. রহমতের আয়াত পড়ার সময় আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া চাওয়া ও শাস্তির আয়াতের সময় তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।
১২. তসবিহ্ পাঠের আয়াত হলে তসবিহ্ (সুবহান্নাহ) পাঠ করা, কোন কিছু চাওয়ার আয়াত হলে চাওয়া এবং আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত হলে আশ্রয় প্রার্থনা করা।
১৩. তারতীল (তাজবীদ) সহকারে ও বিশুদ্ধ করে সুস্পষ্টভাবে তেলাওয়াত করা।
১৪. হাই উঠার সময় তেলাওয়াত বন্ধ করা।
১৫. ঝোঁকে ঝোঁকে কুরআর পাঠ না করা।
১৬. দুনিয়াবি কথা-বার্তা দ্বারা তেলাওয়াত বন্ধ না করা।
১৭. সেজদার আয়াতের স্থানে নামাজের সেজদার দোয়া দ্বারা একটি সেজদা করা। সেজদা করা সুন্নত ওয়াজিব না।
১৮. তেলাওয়াতের সময় গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তেলাওয়াত করা।
১৯. রুকু, সেজদা, পেশাব-পায়খানা ও তন্দ্রাবস্থায় তেলাওয়াত না করা।
২০. তেলাওয়াত অবস্থায় মুসলমানদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে পড়া বন্ধ করে তাঁদেরকে সালাম দেওয়া। আর কেউ সালাম দিলে পড়া বন্ধ করে সালামের উত্তর দেওয়া।
২১. আজান শুনলে আজানের উত্তর দেওয়ার জন্য পড়া বন্ধ করে উত্তর দেওয়া।
২২. সঠিক অর্থ জেনে তার প্রতি আমল করা এবং অন্যদেরকে আমল করানোর জন্য আহ্বান করা।
২৩. কোন আয়াত বা সূরা কিংবা আবজাদী নম্বর করে তাবিজ ব্যবহার না করা।
২৪. কুরআনকে তারতীল তথা একটি একটি আয়াত করে পড়া। আর কবিতা আবৃতি করার মত বা অতি দ্রুত না পড়া।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২৫. কুরআন মুখস্থ করার পর ভুলে গেলে 'ভুলে গেছি' না বলা। বরং 'ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে' বা 'শয়তান ভুলিয়ে দিয়েছে' বলা।

২৬. কুরআনের নিয়মিত পুনরাবৃত্তি করা। কারণ উট তার বন্ধন থেকে যেমন দ্রুত ভেগে যায় তার চেয়েও অধিক দ্রুত মানুষের অন্তর থেকে কুরআন চলে যায়। [দারেমী ও আহমাদ, সনদ সহীহ]

২৭. মুখস্থ করার পড় ভুলে গেলে কিয়ামতে কুষ্টরোগী হয়ে উঠানো হবে। [আহমাদ] এ হাদীসটি দুর্বল। তবে মুখস্থ রাখার জন্য অবশ্যই সর্বদা চেষ্টা করা।

২৮. তিন দিনের কম সময়ে কুরআনের খতম না দেওয়া। কারণ এর চেয়ে কম সময়ে পড়লে কিছুই বুঝা যাবে না। [বুখারী ও আহমাদ] তবে উত্তম সময় যেমন রমজানে বা উত্তম স্থানে যেমন মক্কাতে ও মদিনাতে তিন দিনের কম সময়ে খতম দেওয়া জায়েজ আছে।

২৯. যারা কুরআনের হাফেজ তাদের জন্য প্রতি তিন দিনে এক খতম দেওয়া উত্তম। আর সম্ভব না হলে প্রতি সাত দিনে এক খতম। তাও সম্ভব না হলে প্রতি দশ দিনে এক খতম দেওয়া।

৩০. কুরআন বুঝার চেষ্টা করা ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

৩১. কুরআন পড়ার সময় উঁচু শব্দ দ্বারা অন্যের পড়ার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করা।

৩২. কুরআনের সূরার ক্রমানুসারে পড়াই উত্তম। আর সালাতে ক্রমানুসারে পড়া ওয়াজিব এবং ভুল করলে সহু সেজদা দিতে হবে মনে করা সঠিক না। কারণ নবী [ﷺ] ও সাহাবী [رضي الله عنهم]-এর থেকে ক্রমানুসারে না পড়া বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণ রয়েছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মধুরস্বরে ও সুন্দর আওয়াজে কুরআন পাঠের গুরুত্ব

কুরআন পাঠকারীর প্রতি কুরআনকে মধুরস্বরে ও সুলোলিত কণ্ঠে পাঠ করা প্রয়োজন। কারণ আল্লাহ তা'য়া বলেন:

"এবং কুরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে।"

[সূরা মুজ্জাম্মিল: ৪]

এ আয়াত সম্পকে আলী ইবনে আবী তালিব [রা:]কে জিজ্ঞাসা করে হলে বলেন:"এ হলো অক্ষরসমূহের তাজবীদ ও ওয়াক্ফ তথা বিরতির নিয়ম জানা।

আর নবী [সা:] বলেন:"যে ব্যক্তি কুরআন মধুরস্বরে পড়ে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত না।" [আবু দাঊদ, হাকেম-সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী ঐক্যমত পোষণ করেছেন]

তিনি [সা:] আরো বলেন:"তোমরা কুরআনকে সুন্দর কর তোমাদের শ্রুতিমধুর আওয়াজ দ্বারা। কারণ সুন্দর আওয়াজ কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। " [বুখারী মু'য়াল্লাক করে, আবু দাঊদ, দারেমী হাকেম]

কুরআন পড়ার পদ্ধতি ও স্তর

কুরআন পড়ার তিনটি পদ্ধতি ও স্তর রয়েছে যথা:

১. **তারতীল:** ধীরস্থির ও শান্তভাবে কুরআনের অর্থ বুঝে, চিন্তা-ভাবনা করে এবং তাজবীদের ব্যাকরণসহ পড়া।
২. **হাদ্র:** তাজবীদের ব্যাকরণ ঠিক রেখে দ্রুত পড়া।
৩. **তাদবীর:** তাজবীদের ব্যাকরণ ঠিক রেখে তারতীল ও হাদ্র এ দু'য়ের মাঝামাঝি পড়া।

নোট: সর্বোত্তম তেলাওয়াত হলো: তারতীল এরপর যথাক্রমে তাদবীর ও হাদ্র।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাজবীদের ১০টি মূল ভিত্তি

তাজবীদের ১০টি মূল ভিত্তি রয়েছে:

১. **তাজবীদের সংজ্ঞা:** তাজবীদ শব্দের আভিধানিক অর্থ: সুন্দরকরণ। আর তাজবীদ বলে: প্রতিটি অক্ষরকে তার নির্দিষ্ট মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) হতে উচ্চারণ করা ও তার স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বিফাত (বৈশিষ্ট্য) দান করা। অক্ষরের জরুরি ও স্থায়ী স্বিফাত (বৈশিষ্ট্য) যা কখনো ও কোন অবস্থায় আলাদা হয় না। যেমন: জাহর, শিদ্দাহ, ইস্তিফাল, ইত্বাক্ব, ক্বলক্বলাহ ইত্যদি। আর অস্থায়ী স্বিফাত যা কখনো আসে এবং কখনো আসে না। যেমন: তারক্বীক্ব, তাফখীম, ইযহার, ইদগাম, ইক্বলাব, ইখফা, মাদ, কাস্বর ইত্যাদি।

২. **বিষয়বস্তু:** আল-কুরআনুলকারীম।

৩. **উপকারিতা:** জিভকে কুরআনের শব্দ তেলাওয়াতের সময় ভুল-ত্রুটি থেকে সংরক্ষণ করা।

৪. **ফজিলত:** আল্লাহর বাণীর সাথে সম্পর্ক হওয়ার কারণে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম জ্ঞান।

৫. **জ্ঞানের রাজ্যে এর সম্পর্ক:** ইহা শরিয়তের একটি জ্ঞান যার সম্পর্ক কুরআন কারীমের সাথে সম্পৃক্ত।

৬. **প্রবত্তণকারী:** এর বাস্তব আমলের প্রবত্তক মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ [সা:]। কারণ কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে তাজবীদ সহকারে নাজিল হয়েছে এবং তিনি জিবরাঈল [আ:] হতে সরাসরি শিখেছেন। আর সাহাবা কেরাম [রা:] নবী [সা:] থেকে গ্রহণ করেছেন এবং তাবে'য়ীগণ তাঁদের থেকে শিখেছেন। এভাবে আমাদের পর্যন্ত মোতাওয়াতির (বিশ্বস্ত) সূত্রে পৌঁছেছে। আর এর ব্যাকরণ প্রবত্তণকারী নিয়ে মকভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন আবুল আসওয়াদ দুওয়ালী, কেউ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বলেছেন আবুল কাসেম ‘উবাইদ ইবনে সালাম আর কেউ বলেছেন খালীল ইবনে আহমাদ ইত্যাদি।

৭. **নাম:** ইলমুত্তাজবীদ (তাজবীদের জ্ঞান)।

৮. **সংগ্রহ:** ইহা পর্যায়ক্রমে নবী [সা:], সাহাবী, তাবে‘য়ী, তাবে‘ তাবে‘য়ী এবং কেরাতের ইমাম ও বিদ্বানগণের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত মোতাওয়াতির (বিশ্বস্ত) সূত্রে পড়ার পদ্ধতি সংগ্রহ করা হয়েছে।

৯. **জ্ঞানার্জনের বিধান:** সঠিক মতে এর বিধান হলো মুস্তাহাব তথা উত্তম ওয়াজিব না। কিন্তু অক্ষরের মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) ও শব্দের যব্‌ত (হারাকাতসহ সঠিক উচ্চারণ) জানা ওয়াজিব। আর ইহা তাজবীদের ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং আরবী ভাষার অংশ।

১০. **এর ব্যাকারণসমূহ:** ইহা হচ্ছে তাজবীদের বিধানগুলো জানা। যেমন: নূন সাকিন ও তানবীনের বিধান ইত্যাদি।

Ø লাহ্‌নের অর্থ ও প্রকার:

লাহ্‌ন অর্থ ভুল, অশুদ্ধ ও সঠিক না হওয়া। আর জালী অর্থ স্পষ্ট ও খাফী অর্থ অস্পষ্ট। ইহা দুই প্রকার:

(ক) লাহনে জালী (স্পষ্ট ভুল): উচ্চারণ ও যব্‌তে ভুল যা শব্দের মূলে ত্রুটি ঘটে, এর দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হোক বা না হোক। আর স্পষ্ট ভুল হওয়ার কারণে একে লাহনে জালী বলে। ইহা জানার ব্যাপারে কেরাতের বিদ্বানগণ ও সাধারণ মানুষ সকলে শামিল।

উদাহরণ:

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (আন‘আমতা ‘আলাইহিম) কে أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ (আন‘আমতু ‘আলাইহিম) বা أَنْعَمْـــتِ عَلَـــيْهِمْ (আন‘আমতি ‘আলাইহিম) পড়া। অনুরূপভাবে ক্ব-ফ অক্ষরকে গাইন, যালকে জ্বাই, য-দকে য-, গাইনকে ক্ব-ফ ইত্যাদি পড়া। এ ছাড়া শব্দের শেষ বর্ণে ‘আ’ ধ্বনিযুক্তকে ‘ই’ ধ্বনিযুক্ত বা অক্ষর বাড়িয়ে বা কম করে ইত্যাদি সবই লাহনে জালীর অন্ত

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ভুক্ত। লাহ্নে জালী পাঠক যদি ইচ্ছাকৃত বা অবহেলা বশত: করে, তাহলে সকলের মতে ইহা হারাম।

(খ) লাহ্নে খাফী (অস্পষ্ট ভুল): উচ্চারণে ও যব্তে ভুল যা কেরাতের প্রচলিত নিয়মে ত্রুটি ঘটে ও অর্থ পরিবর্তন হয় না। একে খাফী তথা অস্পষ্ট ভুল বলে এ জন্য যে, তাজবীদের বিধান সম্পর্কে যারা অবিজ্ঞ শুধুমাত্র তাঁরাই ইহা অবগত হতে পারেন।

উদাহরণ:

হারাকাত তথা স্বরবর্ণকে পূর্ণভাবে আদায় করার সময় একমাত্রার স্থানে দুইমাত্রা হয়ে যাওয়া। যেমন: ﴿ تِلْكَ ﴾ কে ﴿ تِلْكَـــا ﴾ ফাতহা-তে (আকারে) আলিফ বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মাদের হরফ (অক্ষর)

মাদের অক্ষর ৩টি: (ا) আলিফ, (و) ওয়াও ও (ى) ইয়া। "মাদ্দ" আরবি শব্দ যার অর্থ টানা বা দীর্ঘ করা। এ তিনটি অক্ষরকে দীর্ঘ করে পড়ার জন্য শর্ত হলো:

১. অক্ষর তিনটিকে হারাকাত (স্বরবর্ণ) তথা ফাতহা, কাসরা ও যম্মা ও স্বরধ্বনি (সকূন, শাদ্দাহ ও তানবীন) চিহ্ন মুক্ত হতে হবে। আমাদের দেশীয় ছাপা কুরআন মজীদগুলোতে মাদের ওয়াও এবং ইয়াতে সুকূন ব্যবহার করা হয়। ইহা ব্যাকরণ সম্মত নয়, কারণ সুকূন হারাকাতের সমমানের স্বরধ্বনি।

২. আলিফকে মাফতূহ (ফাতহাযুক্ত অক্ষর), ওয়াওকে মাযমূম (যম্মাযুক্ত অক্ষর) ও এবং ইয়াকে মাকসূর (কাসরাযুক্ত অক্ষর)-এর পরে হতে হবে। যদি ওয়াও এবং ইয়া ফাতহাযুক্ত অক্ষরের পরে হয় তাহলে তখন লীনের অক্ষর হয়ে যাবে মাদের অক্ষর থাকবে না।

* ফাতহাযুক্ত অক্ষর + মাদের আলিফ = দীর্ঘ আ-কার (া), যম্মাযুক্ত অক্ষর + মাদের ওয়াও= ঊ-কার (ূ) ও এবং কাসরাযুক্ত অক্ষর + মাদের ইয়া= ঈ-কার (ী) মত হবে।

* দুই হারাকাত এক আলিফ পরিমাণ ডান হবে। সাধারণত: আরবি বই-পত্রে মাদের ক্ষেত্রে ২ বা ৪ কিংবা ৫ ও ৬ হারাকাত বলা হয়। আর আমাদের দেশের তাজবীদের বই-পত্রে ১ বা ২ কিংবা ৩ আলিফ বলা হয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মাদের ওয়াও-এর উদাহরণ

نُوحْ	عَالِمُونْ	قُوا
নূহ্	‘আালিমূন্	কূ

মাদের আলিফের উদাহরণ

كَاتِبْ	عَالِمْ	قَالَ
কাাতিব্	‘আালিম্	ক্ব-লা

মাদের ইয়া-এর উদাহরণ

عَزِيزْ	حَكِيمْ	قِيلَ
‘আজীজ্	হাকীম্	ক্বীলা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অনুশীলনী

মাদের অক্ষরের নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
ضَرَبُوا		لَطِيفْ	
غِيضَ		غَافِلٌ	
شَاهِدٌ		غَفُورٌ	
تَجْرِي		زَكَاةٌ	
أُوذِينَا		نُوحِيهَا	
خَاطَبَ		سَمِيعٌ	

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নূন সাকিন ও তানবীনের ৪টি বিধান

১. ইযহারঃ

ইযহার অর্থ স্পষ্ট করা। নূন সাকিন ও তানবীনের পরে হলকুম (কণ্ঠনালী)-এর (غ، ع، خ، ح، ه، ء)-এই ছয়টি অক্ষরের কোন একটি হলে ঐ সময় নূন সাকিন ও তানবীনকে ইযহার তথা স্পষ্ট করে পড়তে হয়। নূন ও তানবীনের উচ্চারণের পরে দ্রুত পরের অক্ষর উচ্চারণ করতে হয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে অক্ষরের সঠিক উচ্চারণ যেন বাদ না পড়ে যায়। ইযহার এক শব্দে অথবা দুই শব্দ মিলেও হতে পারে। আরবি কুরআনে যে স্থানে তানবীন ইযহার হবে সেখানে হারাকাত দু'টি সমান সমান করে লিখা থাকে।

উদাহরণ

অক্ষর	নূন সাকিন	তানবীন
ء	مَنْ ءَامَنَ	عَذَابًا أَلِيمًا
ه	مِنْهُ	نُوْحًا هَدَيْنَا
ح	مِنْ حَقٍّ	بِغُلَامٍ حَلِيمْ
خ	مِنْ خَيْرٍ	عَلِيمٌ خَبِيْرْ
ع	يَنْعِقُ	عَجُوزٌ عَقِيمْ
غ	مِنْ غِلٍّ	فَظًّا غَلِيظًا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২. ইদগামঃ

ইদগাম অর্থ একত্রে মিলানো, সংযুক্তকরণ ও প্রবিষ্টকরণ। নূন সাকিন ও তানবীনের পরে ভিন্ন শব্দের প্রথমে ইদগামের (ي ، ر ، م ، ل ، و ، ن)-এই ছয়টি অক্ষরের কোন একটি অক্ষর আসলে নূন সাকিন ও তানবীনকে ইদগাম তথা মিলিয়ে পড়তে হয়। ইদগামের অক্ষরগুলোকে একত্রে করলে (يَرْمَلُــونْ) (ইয়ারমালূন) শব্দ হয়। আরবি কুরআনে যে স্থানে তানবীন ইদগাম হবে সেখানে হারাকাত দু'টি একটু আগে-পরে করে লিখা থাকে।

Ø ইদগাম দুই প্রকারঃ

(ক) ইদগাম মা'আল গুন্নাহ (গুন্নাহসহ ইদগাম)। এর অক্ষর চারটিঃ ইয়াা, ওয়াাও, মীম ও নূন। একত্রে করলে (يــومن) (ইউমিনু) হয়। আরবি কুরআনে ওয়াও এবং ইয়া হলে তার উপরে শাদ্দাহ (দ্বিত্ব চিহ্ন) ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু আমাদের দেশীয় কুরআনে ব্যবহার করা থাকে।

(খ) ইদগাম বিগাইরি গুন্নাহ (গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম)। এর অক্ষর দু'টি: র- ও লাম (ر ل)।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উদাহরণ

গুন্নাসহ ইদগাম

অক্ষর	নূন সাকিন	তানবীন
ي	مَنْ يَّكْفُرْ	عَيْنًا يَشْرَبُ
و	مِنْ وَّالٍ	هُزُوًا وَلَعِبًا
م	مِنْ مَّالٍ	قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ
ن	مِنْ نَّطْفَةٍ	g f

গুন্নাহ ছাড়া ইদগামের উদাহরণ

অক্ষর	নূন সাকিন	তানবীন
ر	مِنْ رَّحْمَةٍ	v u
ل	مِنْ لَّدُنْ	© رِزْقًا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩. ইক্বলাবঃ

ইক্বলাব অর্থ পরিবর্তন করা। নূন সাকিন ও তানবীনের পরে ইক্বলাবের একটি অক্ষর (بِ) আসলে নূন সাকিন ও তানবীনকে ইক্বলাব তথা মীম দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নাহসহ পড়তে হয়। ইহা বুঝার জন্য কুরআন মজীদে নূন সাকিন ও তানবীনের পরে উপরে বা নিচে একটি ছোট মীম লিখা থাকে। যেমনটি উদাহরণে দেখা যাচ্ছে। ইক্বলাব এক শব্দে যেমন হয় তেমনি দুই শব্দেও হয়।

উদাহরণ

অক্ষর	নূন সাকিন	তানবীন
ب	مِنۢ بَعۡدِ	خَبِيرَۢا بَصِيرًا
ب	k j	ﷺ ~ }
ب	y	; :
ب	مَنۢ بَعَثَنَا	4 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪. ইখফা:

ইখফা অর্থ অস্পষ্ট করা। নূন সাকিন ও তানবীনের পরে ইখফার (ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك) এই পনেরটি অক্ষরের কোন একটি আসলে নূন সাকিন ও তানবীনকে ইখফা তথা নূন সাকিন ও তানবীনের গুন্নার উচ্চারণকে অস্পষ্ট করে পড়তে হবে। আর গুন্না হলো: আওয়াজকে নাকের মধ্যে বাজিয়ে উচ্চারণ করা। ইখফা একটি শব্দের মাঝে হতে পারে আবার দুইটি শব্দ মিলেও হতে পারে। আরবি কুরআনে যে স্থানে তানবীন ইখফা হবে সেখানে হারাকাত দু'টি একটু আগে-পরে করে লিখা থাকে। আর নূন সাকিনের ইখফার আরবি কুরআনে নূনের উপর কোন হারাকাত লিখা থাকবে না।

উদাহরণ

অক্ষর	নূন সাকিন	তানবীন
ت	فَمَنْ تَابَ	قَوْمٌ تَجْهَلُونَ
ث	مِنْ ثَمَرَةٍ	X W
ج	مَنْ جَاءَ	Q P
د	مِنْ دُبُرٍ	, +

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অক্ষর	নূন সাকিন	তানবীন
ذ	عَنْ ذِكْرِي	X W V U
ز	فَمَن زُحْزِحَ	زَكِيَّةً à
س	يَنْسِلُونْ	q o n
ش	أَنْشَأْنَا	نَّفْسٍ شَيْـًٔا
ص	مِنْ صَلْصَالٍ	h g
ض	مَنْضُودْ	1 0
ط	وَمَا يَنْطِقُ	حَلَٰلًا طَيِّبًا
ظ	يَنْظُرُونْ	> =
ف	يُنْفِقُ	وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ
ق	مِنْ قَبْلُ	5 3
ك	مَنْ كَانَ	© جِهَادًا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

লাম ক্বমারিয়্যাহ ও লাম শামসিয়্যাহ

আরবি শব্দের আসল রূপ হচ্ছে আলিফ-লাম ছাড়া হওয়া। যেমন: كِتَابٌ শব্দটি। বিশেষ প্রয়োজনে এর প্রথমে আলিফ-লাম যুক্ত করা হয়। যেমন: اَلْكِتَابُ।

Ø লাম দু'প্রকার:

(ক) লাম ক্বমারিয়্যাহ:

যে লাম তার পরের অক্ষরের মধ্যে ইদগাম তথা মিলে যায় না। ইহা লিখতে আসে এবং পড়তেও আসে যেমন:

উদাহরণ

اَلْقَمَرُ	m	6
اَلْخُبْزُ	اَلْجَبَلُ	اَلْمُدَرِّسُ

লক্ষ করুন উদাহরণে প্রতিটি শব্দে লাম তার পরের অক্ষরের মধ্যে মিলেনি এবং তা লিখতে ও পড়তেও এসেছে। এই লাম নিম্নের ১৪টি অক্ষরের যে কোন একটির পূর্বে আসে:

أ ، ب ، ج ، ح ، خ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ك ، م ، هـ ، و ، ي.

(খ) লাম শামসিয়্যাহ:

যে লাম তার পরের অক্ষরের মধ্যে ইদগাম হয় তথা মিলে যায়। ইহা লিখতে আসবে কিন্তু পড়তে আসবে না। যেমন:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উদাহরণ

اَلطَّرِيقُ	اَلسُّكَّرُ	اَلدُّنْيَا
K	:	اَلشَّمْسُ

লক্ষ্য করুন উদাহরণে প্রতিটি শব্দে লাম তার পরের অক্ষরের মধ্যে মিলিত হয়েছে এবং লিখতে এসেছে কিন্তু পড়তে আসেনি। এই লাম নিম্নের ১৪টি অক্ষরের যে কোন একটির পূর্বে আসে:

ت ، ث ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ل ، ن.

হামজা ওয়াস্‌লী ও হামজা ক্বত্ব'য়ী

(ক) হামজা ওয়াসলী:

যে হামজা শব্দের শুরুতে হয় এবং শুধুমাত্র বাক্যের প্রথমে হলে পড়তে আসে। আর শব্দের মাঝখানে হলে মিলিয়ে পড়ার কারণে পড়তে আসে না।

Ø হামজা ওয়াসলীর রূপ ও আকৃতি:

হামজা (ء) ছাড়াই আলিফ লেখা হবে এবং তার উপর "وَصْـلْ" ওয়াস্‌ল শব্দের মধ্যের অক্ষর ـصـ -এর মাথাটুকু যোগ করা হবে, যাতে করে বুঝা যায় যে ইহা হামজা ওয়াসলী। যেমন: (ٱ)। আমাদের দেশীয় ছাপা কুরআনে এ ধরনের ব্যবহার নেই।

যেমন:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

L وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ L M L) (' & M

“আল-হামদু”-এর হামজা ওয়াসলী পড়তে এসেছে, কারণ বাক্যের প্রথমে হয়েছে। কিন্তু “ওয়াস্‌তা‘ঈনূ”, বিস্‌স্বরি” ও “ওয়াস্‌স্বলাহ”-এর হামজাসমূহ মিলিয়ে পড়ার ফলে পড়তে আসেনি।

Ø হামজা ওয়াসলী পড়ার নিয়ম:

হামজা ওয়াসলী শব্দের শুরুতে হলে এবং সেখান থেকে পড়া আরম্ভ করলে পড়তে আসবে। এ অবস্থায় পড়ার নিয়ম তিনটি:

১. **ফাতাহ (ـَ) তথা আ-কার (া) দ্বারা:** যদি হামজা ওয়াসলী শব্দের প্রথমে লাম অক্ষরের সাথে হয়, তাহলে ফাতহা দ্বারা পড়তে হবে। যেমন:

উদাহরণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
,	আর্‌রহীম	)	আল্‌‘য়ালামীন
+	আর্‌রহমান	&	আল্‌হাম্‌দ্‌

২. **যম্মা (ـُ) তথা উ-কার (ু) দ্বারা:** যদি হামজা ওয়াসলীর হামজাসহ হিসাব করে শব্দের তৃতীয় অক্ষর আসলী মাযমূম তথা আসলীযম্মা যুক্ত হয়, তাহলে হামজাকে যম্মা দ্বারা পড়তে হবে। যেমন:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উদাহরণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
وَاشْدُدْ	ওয়াশদুদ	وَاحْلُلْ	ওয়াহলুল	o	ওয়াযমুম
n	উ'বুদূ	اُمْكُثُوْا	উমকুছূ	X	উসজুদূ

উদাহরণের প্রথম লাইনের শব্দগুলোতে হামজা ওয়াসলী শুরুতে না হওয়ার ফলে পড়তে আসেনি। কিন্তু দ্বিতীয় লাইনের শব্দগুলোতে হামজা প্রথমে হওয়ার কারণে পড়তে এসেছে।

৩. **কাসরা (ـِـ) ই-কার (ি) দ্বারাঃ** যদি হামজা ওয়াসলীসহ শব্দের তৃতীয় অক্ষর মাফতূহ (ফাতহাযুক্ত) বা মাকসূর (কাসরাযুক্ত) হয়, তাহলে হামজাকে কাসরা দ্বারা পড়তে হবে। যেমন:

উদাহরণ

৩য় অক্ষর ফাতহা	উচ্চারণ	৩য় অক্ষর কাসরা	উচ্চারণ
a	ওয়াশরাবূ	&	ফাগ্ফির্
j	ওয়া'লামূ	(	ফায্রিব
اِتَّخَذُوْا	ইত্তাখাযূ	7	ইহ্দিনাা
t	ইয্হাব্	P	ইয্রিব্

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নোট:

প্রথম দুই লাইনের শব্দগুলোতে হামজা ওয়াস্‌লী শব্দের শুরুতে না আসার জন্য পড়তে আসেনি। কিন্তু পরের দুই লাইনে প্রথমে হওয়ার ফলে তৃতীয় অক্ষর ফাতহা ও কাসরা দুই অবস্থাতে হামজাকে কাসরা দ্বারা পড়তে হয়েছে।

তৃতীয় অক্ষর আসলী যম্মা না হলে কাসরা দ্বারাই পড়তে হবে। যেমন:

৩য় অক্ষর আসলীযম্মা না	আসল রূপ	৩য় অক্ষর আসলীযম্মা না	আসল রূপ
S	ٱمْشَـــيُواْ	ٱبْنُواْ	ٱبْنَـــيُواْ
ٱئْتُواْ	ٱئْتَـــيُوا	X	ٱتَّقَـــيُواْ
?	ٱقْضَـــيُواْ	وَٱمْضُواْ	ٱمْضَـــيُواْ

(খ) হামজা কৃত্ব'য়ী:

১. যে হামজা শব্দের শুরুতে আসে এবং বাক্যের শুরু ও মাঝখানে উভয় অবস্থাতে পড়তে হয়। যেমন:

إِلَّا ٱلَّذِينَ © وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـٰٓئِكَ M = 2

أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ´ L البقرة:١٦٠

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২. হামজা ক্বত্ব'য়ী মাফতূহ ও মাযমূম হলে আলিফের উপরে হামজা (ء) লিখা থাকবে। আমাদের দেশীয় কুরআনে হামজা লিখা হয় না। যেমন:

L J أَلِيمٌ } u أُمِّهَا µ □

৩. হামজা ক্বত্ব'য়ী মাকসূর (কাসরাযুক্ত) হলে আলিফের নিচে হামজা (ء) লেখা থাকবে। যেমন:

s - \ o

▫

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নূন কুত্বনী

(তানবীন তথা নূন সাকিনকে মিলিয়ে পড়ার জন্য কাসরা দ্বারা পড়ার নিয়ম)

যদি তানবীন (নূন সাকিন)-এর পরে হামজা ওয়াসলী আসে এবং হামজা ওয়াসলীর পরের অক্ষর সাকিন তথা সুকূনযুক্ত হয়, তাহলে তানবীন তথা নূন সাকিনকে কাসরা দ্বারা পড়তে হবে। কারণ, হামজা ওয়াসলী মাঝখানে পড়তে আসে না, যার ফলে ৩টি সাকিন একত্রে জমা হয় যা পড়া অসম্ভব। যেমন: (نُـــوحٌ ابْـــنَـــهُ) এখানে (نُــــوحٌ) শব্দটি আসলে ছিল: (نُـــوحُنْ)। এখানে (نْ) নূনসাকিন, হামজা ওয়াসলী সাকিন (যা মিলিয়ে পড়ার সময় পড়তে আসবে না) আর তার পরের অক্ষর (بْ) বাও সাকিন। এ অবস্থায় ৩টি সাকিন একত্রে জমা হয়েছে যা পড়া অসম্ভব। তাই নূনসাকিনকে একটি কাসরা দ্বারা মিলিয়ে পড়তে হবে।

আমাদের দেশীয় ছাপা কুরআন মাজীদে ছোট্ট করে একটি কাসরাযুক্ত (نِ) নূন লেখা থাকে। এর ব্যবহার আরবি কুরআনে দেওয়া হয় না। **ব্যাকরণ হলো:** প্রয়োজনে কোন সাকিনকে হারাকাত দিতে হলে সবচেয়ে হালকা হারাকাত কাসরা দিতে হবে। এখানে তানবীন তথা নূন সাকিনকে মিলিয়ে পড়ার জন্য কাসরা দিয়ে পড়তে হবে।

এ নূনটিকে আমাদের দেশীয় তাজবীদের বই-পত্রে নূন কুত্বনী বলা হয়। "কুতুন" আরবী শব্দ যার অর্থ তুলা। তুলা দ্বারা সুতা তৈরী করা হয় আর সুতা দিয়ে কাপড়ের একাংশের সাথে অন্যাংশ মিলানো হয়। অনুরূপ এ নূনটি দ্বারা দুইটি শব্দকে মিলানো হয়, তাই তাকে "নূন কুতনী" বলা হয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উদাহরণ

যম্মা দ্বারা তানবীন	ফাতহা দ্বারা তানবীন	কাসরা দ্বারা তানবীন□
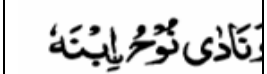	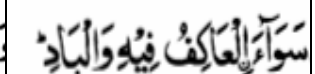	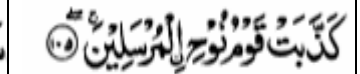

নোট:

নূন কুত্বনী দ্বারা পড়া আরম্ভ করা যাবে না বরং আরম্ভ করতে চাইলে তানবীনের উপর ওয়াক্‌ফ করে হামজা ওয়াসলী দ্বারা শুরু করতে হবে।

অনুশীলনী

নিচের বাক্যগুলোতে নূন কুত্বনী ব্যবহার করুন:

যম্মা দ্বারা তানবীন	ফাতহা দ্বারা তানবীন	কাসরা দ্বারা তানবীন
o n m	> = □	كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ□
r q p	^]	¶ µ
w v	مَثَلًا ٱلْقَوْمُ	A @

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ø যে সকল অক্ষর লিখতে আসে কিন্তু পড়তে আসে না অথবা পড়তে আসে কিন্তু লিখতে আসে নাঃ

(ক) যে সকল অক্ষর লিখতে আসে কিন্তু পড়তে আসে নাঃ

যেমন আলিফে জায়িদা তথা অতিরিক্ত আলিফ। এ ধরনের অতিরিক্ত অক্ষরের উপরে একটি গোল আকৃতির চিহ্ন (ٰ) থাকে। যেমনটি নিচের উদাহরণে দেওয়া হয়েছে।

১. বহুবচন শব্দের (و) ওয়াও-এর পরের আলিফ পড়তে হবে। যেমন:

3 h

২. ~ শব্দের আলিফ।

৩. Q শব্দের আলিফ। কিন্তু ওয়াক্‌ফের সময় পড়তে হবে।

৪. C f أُوْلُواْ . এ শব্দগুলোর (و) ওয়াও।

(খ) যা পড়তে আসে কিন্তু লিখতে আসে নাঃ

লফযে জালালাহ তথা W শব্দের আলিফ। অর্থাৎ লামে শাদ্দাহ (দ্বিত্ব চিহ্ন) (ا) আ-কার আছে কিন্তু পড়তে হবে (اا) দীর্ঘ আ-কার। কারণ এখানে একটি আলিফ উহ্য রয়েছে। আমাদের দেশের কুরআনগুলোতে খাড়া জবর লেখা থাকে। এ ধরনের ব্যবহার আরবি কুরআনে হয় না।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মুশাদ্দাদ (শাদ্দাযুক্ত) নূন ও মীম পড়ার বিধান

নূন ও মীম মুশাদ্দাদ তথা শাদ্দাযুক্ত হলে উচ্চারণের সময় দুই হারাকাত (এক আলিফ) পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়তে হবে। নাকের মধ্যে আওয়াজ বাজানোকে গুন্নাহ বলে। যেমন:

النبأ: ١ Z # " ! [الانفطار: ١٠ Z R Q P O [

Ø মীম সাকিনের বিধান:

মীম সাকিনের ৩টি বিধান:

১. (إخفاء شفوي) **ইখফা শাফাবী:** মীম সাকিনের পরে (ب) অক্ষর আসলে ইখফা শাফাবী তথা ইযহার ও ইদগামের মাঝামাঝি ঠোঁটের মধ্যে ইখফা করতে হবে। এতে গুন্নাহ বাকি রেখে শাদ্দাহ ছাড়া পড়তে হবে। যেমন:

^] | + *)

২. (إدغام) **ইদগাম:** মীম সাকিনের পরে হারাকাতযুক্ত মীম (م) হলে গুন্নাহসহ ইদগাম করে পড়তে হবে। যেমন:

(; : 9 8 7 6

Z Y X W V U T S

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩. (إظهار شفوي) **ইযহার শাফাবী:** মীম সাকিনের পরে বা (ب) ও মীম (م) ছাড়া অন্যান্য ২৬ টি অক্ষরের যে কোন একটি অক্ষর হলে মীমকে ঠোঁটের মধ্যে ইযহার করে পড়তে হবে।

নোট:

২৬টি অক্ষরের মধ্যে (ق ، ف ، غ ، ظ ، ص ، ذ ، خ ، ج) এ ৮টি অক্ষর মীম সাকিনের পরে অন্য শব্দে আসবে। আর বাকি **১৮**টি অক্ষর মীম সাকিনের সঙ্গে একই শব্দে যেমন আসে তেমনি দুই শব্দেও আসে।

Ø (تَفْخِـــيمْ) তাফখীম (মোটা) ও (تَرْقِـــــيقْ) তারক্বীক্ব (পাতলা) করে পড়ার নিয়ম:

আরবি অক্ষরগুলো দুই প্রকার:

(ক) (استعلاء) ইস্তি'য়ালা': (خُصَّ ضَغْطٌ قِــظٌ) এ ৭টি অক্ষরকে ইস্তি'য়ালার অক্ষর বলে। এগুলো সর্বদা তাফখীম তথা মোটা করে পড়তে হয়।

(খ) (اســتفال) ইস্তিফাল: ইস্তি'য়ালার ৭টি অক্ষর ছাড়া বাকি ২১টি অক্ষরকে ইস্তিফালের অক্ষর বলা হয়। এগুলোকে তারক্বীক্ব তথা পাতলা করে পড়তে হয়। কিন্তু (ر) ও (ل) কে কিছু অবস্থায় তাফখীম (মাটা) করে পড়তে হয়। যেমন: লাফযুল জালালাহ (الله) শব্দের লাম (ل) যদি ফাতহা (ـَ) বা যম্মা (ـُ)-এর পরে আসে তাহলে লামকে তাফখীম (মোটা) করে পড়তে হবে। যেমন:

8 7 E

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আর যদি লাম (ل) কাসরা (ـِ)-এর পরে আসে তবে তারক্বীক্ব (পাতলা) করে পড়তে হবে। যেমন:

{ z A

(ر) কে তাফখীম ও তারক্বীক্ব পড়ার নিয়ম

(ر)-এর দুই অবস্থা: (এক) মুতাহাররিক (হারাকাতযুক্ত) (দুই) সাকিন (সুকূনযুক্ত)। (ر) কে পড়ার ৩টি নিয়ম:

(ক) তাফখীম (মোটা) করে পড়ার অবস্থাসমূহ:

১. যদি (ر) মাফতূহ (ফাতহাযুক্ত) ও মাযমূম (যম্মাযুক্ত) হয়, তাহলে তাফখীম (মোটা) করে পড়তে হবে। যেমন:

j 8 / , + (

২. যদি (ر) সাকিন (সুকূনযুক্ত) ও পূর্বের অক্ষর ফাতহা বা যম্মাযুক্ত হয়, তাহলে তাফখীম করে পড়তে হবে। যেমন:

e 1

৩. যদি (ر) সাকিন (সুকূনযুক্ত) হামজা ওয়াসলীর পরে হয়, তবে সর্বদা তাফখীম (মোটা) করে পড়তে হবে। যেমন:

X مَنِ ٱرۡتَضَىٰ أَمِ ٱرۡتَابُوٓاْ ٱرۡكُضۡ 4

৫. একই শব্দে (ر) সাকিনের পরে **ইস্তি'য়ালার** কোন অক্ষর হলে মোটা করে পড়তে হবে। যেমন:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

a

৬. (ر)-এর উপর ওয়াকফ (থামার)-এর সময় সর্বদা সাকিন করে পড়তে হবে। এ সময় (ر)-এর পূর্বের অক্ষরও যদি সাকিন হয় এবং তারও আগের অক্ষর মাফতূহ কিংবা মাযমূম হয়, তাহলে মোটা করে পড়তে হবে। যেমন:

(খ) তারক্বীক্ব (পাতলা) করে পড়ার অবস্থাসমূহ:

১. যদি (ر) কাসরাযুক্ত হয় তবে তারক্বীক্ব (পাতলা) করে পড়তে হবে। চাই কাসরাটি আসল কাসরা হোক বা 'আরেযী তথা কারণবশত: কাসরা হোক। শব্দের মধ্যখানে হোক বা কোন এক পার্শ্বে হোক। তানবীন দ্বারা কাসরা হোক বা তানবীন ছাড়া হোক। তার পূর্বের অক্ষর সাকিন হোক বা যে কোন হারাকাতযুক্ত দ্বারা হোক। তার পরের অক্ষর ইস্তি'য়ালার হোক বা ইস্তিফালের হোক, বিশেষ্যে হোক বা ক্রিয়াতে হোক। যেমন:

N M 2 1 H { رِزْقًا $ #

২. আর (ر) সাকিন (সুকূনযুক্ত) যদি মধ্যখানে কাসরা আসলীর পরে হয় আর তার পরের শব্দে ইস্তি'য়ালার কোন অক্ষর না হয়, তবে তারক্বীক্ব (পাতলা) করে পড়তে হবে। যেমন:

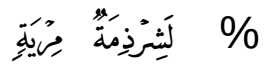

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩. যদি (ر) সাকিনের পরে অন্য শব্দে ইস্তি'য়ালার কোন অক্ষর আসে, তবে তারক্বীক্ব করে পড়তে হবে। যেমন:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ فَٱصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا

৪. যদি (ر) শব্দের শেষে এসে সাকিন হয় ও (ر)-এর পূর্বে ইস্তি'য়ালার অক্ষর ছাড়া অন্য কোন অক্ষর সাকিন হয় যার আগের অক্ষর কাসরাযুক্ত তাহলে (ر)কে তারক্বীক্ব-পাতলা করে পড়তে হবে। যেমন:

ٱلْمَصِيرُ j }

(গ) তাফখীম ও তারক্বীক্ব উভয়টা পড়া জায়েজঃ

@ যদি (ر) সাকিনের পরে একই শব্দে ইস্তি'য়ালার অক্ষর মাকসূর তথা কাসরাযুক্ত হয়, তবে তাফখীম ও তারক্বীক্ব দুইভাবে পড়া যাবে। যেমন: =

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ক্বলক্বলা ও স্বফীর

১. আরবি অক্ষরগুলোর মোট ১৭টি স্বিফাত বৈশিষ্ট্য) রয়েছে। এর মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য ক্বলক্বলা ও স্বফীরকে জানা বেশি প্রয়োজন।

২. ক্বলক্বলা অর্থ অস্থির ও নড়ানো। সুকূনযুক্ত অক্ষরকে স্থির করে পড়তে হয় যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ক্বলক্বলার ৫টি হরফে 'জাহ্‌র' (স্পষ্ট) ও 'শিদ্দাহ' (শক্ত) দু'টি স্বিফাত বৈশিষ্ট্য) একত্রিত হয়েছে। তাই সাকিন অবস্থায় উচ্চারণে তার মাখরাজকে একটু নড়িয়ে পড়তে হয়, যাতে করে শ্বাসাঘাত শুনতে শক্ত লাগে। ক্বলক্বলার ৫টি অক্ষর যথা: (ق ، ط، ب، ج، د)।

৩. ক্বলক্বলার ৩টি স্তর:

(ক) উচ্চস্তর: (ط) -ত্ব হরফে।

(খ) মধ্যস্তর: (ج) -জীম হরফে।

(গ) নিম্নস্তর: বাকি অক্ষরসমূহে।

আবার কেউ বলেছেন:ক্বলক্বলার অক্ষর শাদ্দাযুক্ত হলে এবং তার উপর ওয়াক্‌ফ করলে উচ্চস্তর। এরপর সাকিন হরফে ওয়াক্‌ফ করলে। এরপর সাকিন অক্ষর মিলিয়ে পড়লে। এরপর হারাকাতযুক্ত অক্ষর হলে।

৪. ক্বলক্বলা দুই প্রকার:

(ক) ছোট ক্বলক্বলা: যদি সাকিনযুক্ত ক্বলক্বলার অক্ষর শব্দের মাঝখানে হয়, তাহলে ছোট করে ক্বলক্বলা করতে হবে। যেমন:

Z Z [Z ثُمَّ اجْتَبَاهُ [Z I [Z] [Z ~ [

(খ) বড় ক্বলক্বলা: ক্বলক্বলার অক্ষর শব্দের শেষে, বিশেষ করে শাদ্দাযুক্ত হলে এবং তার উপর ওয়াক্‌ফ (থামলে) করলে বড় করে ক্বলক্বলা করতে হবে। যেমন:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Z d [Z مَّجِيدٌ [Z قَرِبٌ [Z g [Z h [Z خَلَقٍ [

৫. স্বফীর অর্থ পাখির শিস বা শিটি। (ز، س، ص) এ ৩টি অক্ষরের উচ্চরণের সময় দুই ঠোঁটের মাঝে পাখির শিটির আওয়াজের মত একটু অতিরিক্ত শব্দ করে পড়াকে স্বফীর বলে। ৩টি অক্ষরের মধ্যে (ص)-অক্ষরে সবচেয়ে বেশি শক্ত স্বফীর হবে।

উদাহরণ

অবস্থা	ز	س	ص
মাফতূহ	'	^	E
মাকসূর	K	z	;
মাযমূম	زُمَرًا	K	لَا يَعْصُونَ
সাকিন	B	لَا يَسْتَكْبِرُونَ	وَلَا يُصْلِحُونَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মাদের বিধান

¿ মাদ ক'রে পড়ার দলিল:

ইবনে মাসউদ [ﷺ] একজন মানুষকে কুরআন পড়াতেন। সে ব্যক্তি নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করার সময় আল্লাহর বাণী:

[q r s t ٦٠ Z التوبة: ٦٠

(s) শব্দটি মাদ তথা না টেনে কাস্‌র অর্থাৎ ছোট করে পড়লে ইবনে মাসউদ [ﷺ] বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] এ আয়াতটি এভাবে তেলাওয়াত শিখাননি। মানুষটি বলল: হে আবু আব্দুর রহমান! তাহলে কিভাবে তিনি [ﷺ] আপনাকে শিখিয়েছেন? তিনি [ﷺ] মাদ তথা লম্বা করে টেনে পড়ে বললেন: রসূলুল্লাহ আমাকে এভাবে:

[q r s t ٦٠ Z

পড়িয়েছেন। [তবারানী, শাইখ আলবানী (রহ:) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন]

¿ মাদের অর্থ:

মাদের আভিধানিক অর্থ: লম্বা ও দীর্ঘ করা এবং টানা।

আর পারিভাষিক অর্থ: মাদের তিনিটি অক্ষর (ا، و، ی)-এর যে কোন একটি দ্বারা শব্দের আওয়াজকে লম্বা ও দীর্ঘ করে পড়া।

¿ মাদের কারণ দু'টি:

১. মাদের অক্ষরের পরে হামজা অক্ষর হওয়া। যেমন: =

২. মাদের অক্ষরের পরে সাকিন অক্ষর হওয়া। যেমন: C

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নোট:

প্রতিটি শাদ্দাযুক্ত অক্ষরের প্রথমটি সাকিন ও দ্বিতীয়টি হারাকাতযুক্ত।

¿ মাদের প্রকার:

মাদ দুই প্রকার:

(ক) আসলী বা ত্বা'য়ী):

মাদের তিনটি অক্ষরের কোন একটি অক্ষরের পরে মাদের কারণ হামজা ও সুকূন না হলে যে মাদ হয় তাকে "মাদ আসলী" বা "মাদ ত্বা'য়ী" বলে। এ মাদের জন্য শর্ত হলো: মাদের অক্ষর হারাকাত ও সুকূনমুক্ত হতে হবে এবং "ওয়াও"-এর পূর্বে যম্মা, "ইয়া"-এর পূর্বে কাসরা ও আলিফের পূর্বে ফাতহা হতে হবে। আর যদি ওয়াও ও ইয়া সাকিন হয় এবং তার পূর্বে ফাতহা হয়, তবে তাকে "মাদ লীন" বলে। মাদ আসলী দীর্ঘ করে পড়ার পরিমাণ দুই হারাকত (এক আলিফ) পরিমাণ। হাতের একটি আঙ্গুল বন্ধ করতে বা খুলতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় এক হারাকাত পরিমাণ ধরা হবে।

u মাদ আসলীর পরিশিষ্ট:

মাদ আসলীর ৩টি পরিশিষ্ট যথা:

(১) মাদ বাদাল (২) মাদ 'ইওয়ায (৩) মাদ স্বিলাহ সুগরা (ছোট)।

১. মাদ বদল:

মাদের হরফে পূর্বে হামজা আসলে তাকে মাদ বদল বলে। বদল অর্থ পরিবর্তন হওয়া। হামজা মাদের হরফে পরিবর্তন হওয়ার কারণে তাকে মাদ বদল বলে। মাদের হরফের পরিবর্তন পূর্বের হারাকাতের সাথে মিল রেখে করা হবে। অর্থাৎ- পূর্বের হারাকাত ফাতহা হলে আলিফ দ্বারা যেমন: K আর কাসরা হলে ইয়া দ্বারা যেমন: إِيمَانًا এবং যম্মা হলে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ওয়াও দ্বারা যেমন: أُوتُوا। আর মাদের পরিমাণ হবে ৪ বা ৫ হারাকাত পরিমাণ।

এখানে K আসলে أَأَمَنُـــوا ছিল। দ্বিতীয় হামজাটিকে মাদের অক্ষর আলিফ দ্বারা পারিবর্তন করা হয়েছে। অনুরূপ বাকি শব্দগুলোতে দউটি করে হামজা ছিল।

২. মাদ 'ইওয়াযঃ

শব্দের শেষে ফাতহা তানবীন আফিল দ্বারা হলে তার উপর ওয়াকফ করলে মাদ আসলী পরিমাণ (দুই হারাকাত বা এক আলিফ) টেনে পড়াকে মাদ 'ইওয়ায বলে। 'ইওয়ায অর্থ পরিবর্তে। এখানে তানবীনের পরিবর্তে আলিফকে টেনে পড়ার কারণে একে "মাদ 'ইওয়ায" বলা হয়।

যেমন: D কে عَلِيمَا পড়া।

৩. মাদ স্বেলাহ্ সুগরাঃ

আরবি ভাষায় তৃতীয় পুরুষ একবচন সর্বনামের জন্য (ه ـــــ) -এর ব্যবহার করা হয়। যদি এ (ه ـــــ) -এর আগে ও পরের অক্ষর হারাকাতযুক্ত হয়, তাহলে মাদ ত্বা'য়ীর ন্যায় দুই হারাকত [এক আলিফ] টেনে পড়তে হবে। একে ছোট স্বেলাহ বলে। আরবি কুরআনে এ অবস্থায় (ه ـــــ) মাযমূম হলে তার পরে একটি ছোট ওয়াও এবং মাকসূর হলে একটি ছোট ইয়া লেখা হয়। [আমাদের দেশের ছাপা কুরআনে এর জন্য উল্টা পেশ বা খাড়া যের ব্যবহার করা হয়।] যেমন:

Z z y x w v u t [الانشقاق: ١٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(খ) মাদ ফার'য়ীঃ

মাদের অক্ষরের পরে মাদের কারণ হামজা বা সুকূন আসলে মাদে ত্ববা'য়ীকে অতিরিক্ত লম্বা করে টেনে পড়াকে মাদ ফার'য়ী বলে।

মাদ ফার'য়ীর দুই প্রকারঃ

১. মাদের কারণ হামজা, ইহা ৩ প্রকার:
(ক) মাদ মুত্তাসেল (ওয়াজিব)।
(খ) মাদ মুনফাসেল (জায়েজ)।
(গ) মাদ স্বেলাহ কুবরা (বড়)।
২. মাদের কারণ সুকূন, ইহা ৩ প্রকার:
(ক) মাদ আরেযী লিসসুকূন।
(খ) মাদ লীন।
(গ) মাদ লাজেম।

নোটঃ মাদ ফার'য়ীর ৩টি বিধানঃ ওয়াজিব, জায়েজ ও লাজেম।

মাদের কারণ হামজা হলে তার প্রকারসমূহঃ

(ক) মাদ মুত্তাসিল (ওয়াজিব)ঃ মুত্তাসিল অর্থ মিলিত। একই শব্দে মাদের অক্ষরের পরে হামজা মিলিত থাকলে তাকে মাদ মুত্তাসিল বলে। পরের শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে এ মাদের পরিমাণ ৪ বা ৫ হারাকাত পরিমাণ হবে। আর ওয়াক্ফ করলে ৬ হারাকত পরিমাণ করতে হবে। এ মাদের বিধান ওয়াজিব বলা হয়। যেমন:

$ ' =

(খ) মাদ মুনফাসিল (জায়েজ)ঃ মুনফাসিল অর্থ পৃথক। মাদের অক্ষরের পরে পৃথক শব্দে হামজা আসলে তাকে মাদ মুনফাসিল বলে। এর মাদের পরিমাণ ৪ বা ৫ হারাকাত। এ মাদ করার বিধান জায়েয। একে মাদ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করে যেমন পড়া জায়েয তেমনি কাস্‌র তথা মাদ ছাড়াও শুধুমাত্র দুই হারাকাত পরিমাণ টেনেও পড়া জায়েয। যেমন:

s r قَالُوٓاْ ءَامَنَّا < ;

নোট:

যদি দুইটি মাদ মুত্তাসিল একত্রে মিলিত হয়, তবে একটি মাদ তথা অতিরিক্ত টেনে আর অপরটি মাদ না করে পড়া জায়েয নেই। বরং দুইটিই সমপরিমাণ মাদ করে পড়া ওয়াজিব। অনুরূপ যদি দুইটি মাদ মুনফাসিল একত্রে মিলিত হয় তাহলে দুইটিই মাদ করে পড়তে হবে। যেমন:

> = < ; : 9 8 وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً

(গ) মাদ স্বেলাহ কুবরা: আর যদি (ـــه ہ)-এর পরে হামজাহ আসে, তাহলে মাদ মুনফাসেলের ন্যায় ৪ বা ৫ হারাকাত মাদ করে পড়তে হবে। একে স্বেলাহ কুবরা (বড়) বলে। আরবি কুরআনে এ অবস্থায় (ہُ)-এর পরে ছোট ওয়াও ও উপরে মাদের চিহ্ন (˜) এবং (ہِ)-এর পরে ইয়া ও উপরে মাদের চিহ্ন (˜) লিখা থাকবে। যেমন:

Z H B A@ ? > = < ; [البقرة: ٢٧٥ Z S HG F [الرعد: ٢١

Ø কিন্তু এর বিপরীত হচ্ছে: সূরা জুমারে الزمر: ٧ Z Y X [(ـــه ہ) হা স্বেলাহ ছাড়াই যম্মা দ্বারা পড়তে হবে। আর সূরা আ'রাফ ও শু'আরার الأعـــراف: ١١١ Z d c [الـــشعراء: ٣٦ Z d c [

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এবং সূরা নামলে النمل: ٢٨ Z e d [স্বেলাহ ছাড়া সাকিন দ্বারা পড়তে হবে।

- Ø আর যখন (ـــه ٥) -এর পূর্বের অক্ষর সাকিন হবে এবং পরের অক্ষর হারাকাতযুক্ত হবে তখন স্বেলাহ হবে না।
- Ø কিন্তু সূরা ফুরকানে যেমন: الفرقان: ٦٩ Z @ ? > [এখানে স্বেলাহ মাদ করে পড়তে হবে।
- Ø আর যদি (ـــه ٥) -এর পরের অক্ষর সাকিন হয় তাহলে চাই তার আগের অক্ষর হারাকাতযুক্ত হোক বা সাকিন হোক (ـــه ٥) কে স্বেলাহ করা যাবে না। যেমন:

التغابن: ١ Z . - , + * [المائدة: ٤٦ Z / . [

غافر: ٣ Z L K [الأعراف: ٥٧ Z فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ [

- Ø (٥) হা স্বেলাহ মিলিয়ে পড়ার সময় মাদ হবে কিন্তু ওয়াক্ফ করার সময় মাদ হবে না বরং সাকিন করে পড়তে হবে।

মাদের কারণ সকূন তার প্রকারসমূহ:

(ক) মাদ আরেযী লিসসুকূন: মাদের অক্ষর বা লীনের অক্ষরের পরে ওয়াক্ফের সময় সুকূন হওয়ার কারণে যে মাদ করতে হয় তাকে মাদ আরেযী লিস্‌সুকূন বলে। আরেযী অর্থ কারণবশত:। ওয়াক্ফ করার কারণে সুকূন হলে মাদ করতে হয় বলে মাদ আরেযী লিসসুকূন নামকরণ করা হয়েছে। এ মাদের পারিমাণ ৪ বা ৬ হারাকাত। নিম্নে শব্দগুলোতে ওয়াক্ফ করলে ৪ বা ৬ হারাকাত মাদ করে পড়তে হবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

. v 5)

(খ) মাদ লীনঃ লীনের অক্ষর ওয়াও ও ইয়া সাকিন হলে এবং তার পূর্বে মাফতূহ তথা ফাতহা বিশিষ্ট অক্ষর হলে এ অবস্থায় ওয়াও এবং ইয়াকে "মাদ লীন করতে হবে। লীন অর্থ নরম এ অবস্থায় ওয়াও ও ইয়াকে নরম করে উচ্চারণ করতে হয় বলে লীনের অক্ষর বলে। শুধুমাত্র ওয়াক্‌ফের সময় এক আলিফ (দুই হারাকাত) বা দুই আলিফ (চার হারাকাত) বা তিন আলিফ (ছয় হারাকাত) পরিমাণ মাদ করে পড়তে হয়। যেমন:

. v

(গ) মাদ লাজেমঃ মাদের অক্ষরের পরে লাজেমী (আসলী) সুকূন আসলে ওয়াস্‌ল (মিলিয়ে) পড়া অবস্থায় এবং ওয়াক্‌ফ (থামা) অবস্থায় মাদ করতে হবে। এর মাদের পরিমাণ ৬ হারাকাত। যেমন:

! K C اَلصَّآخَّةُ

এখানে اَلصَّآخَّةُ শব্দটির আসল হলো اَلْـصَّاخْخَةُ মাদের অক্ষরের পরে প্রথম خْ অক্ষরটি সাকিন যা লাজেমী (আবশ্যকীয়) সুকূন। আর দ্বিতীয় خَ টি মুতাহাররিক (হারাকাতযুক্ত)। প্রথমটি দ্বিতীয়টির মধ্যে ইদগাম (মিলানো) হয়েছে। একইভাবে অন্যান্য শব্দগুলোও বুঝার চেষ্টা করুন।

¿ মাদ লাজেমের প্রকারঃ

মাদ লাজেম দুই প্রকার:

১. কালমী (শব্দে)।
২. হারফী (হরফে)।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকার:

১. মুখফ্ফাফ (হালকা-সুকূনসহ)।

২. মুছাক্ক্বল (ভারি-শাদ্দাসহ)।

মোট চার প্রকার:

১. কালমী মুখফ্ফাফ (শব্দে-শাদ্দাহ ছাড়া)।

২. কালমী মুছাক্ক্বল (শব্দে-শাদ্দাসহ)।

৩. হারফী মুখফ্ফাফ (অক্ষরে-শাদ্দাহ ছাড়া)।

৪. হারফী মুছাক্ক্বল (অক্ষরে-শাদ্দাসহ)।

১. যদি সাকিন অক্ষর তার পরের হরফে ইদগাম (মিলিত) না হয়, তবে কালমী মুখফ্ফাফ। ইহা শুধুমাত্র সূরা ইউনুসের দুই স্থানে রয়েছে। যেমন:

[ءَآلۡـَٔنَ وَقَدۡ كُنتُمۡ Z يونس: ٥١] K L M Z يونس: ٩١

২. যদি সাকিন অক্ষর তার পরের হরফে ইদগাম (মিলিত) হয়, তবে কালমী মুছাক্ক্বল। যেমন:

وَلَا جَآنّٞ A أَتُحَٰٓجُّوٓنِّي

৩. যদি হরফে মাদের পরে আসলী ও স্থায়ী সুকূন (ওয়াসল ও ওয়াক্ফ দুই অবস্থাতেই) এমন হরফে হয় যার আরবি বানান তিন অক্ষর বিশিষ্ট। আর মাঝের হরফে মাদ ও হরফে লীন হয় অথবা শুধু হরফে লীন হয়, তাহলে এর মাদের পরিমাণ ৬ হারাকাত করতে হবে। ইহা (ك، م ، ل ، ع ، ص ، ق ، ن ، س) এই ৮টি হরফে হবে। যেমন:

[! " Z مريم: ١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪. যদি সাকিন তার পরের হরফে ইদগাম হয়, তবে হারফী মুছাক্বক্বল বলে। যেমন:

البقرة: ١ Z " ! [

৬. যদি সাকিন তার পরের হরফে ইদগাম না হয়, তাহলে হারফী মুখফ্ফাফ বলে। যেমন:

طه: ١ Z F E [

¿ কুরআন মাজীদের সূরার প্রথমে যে সকল "হরুফে মুকাত্তা'আত" (একটি একটি করে খণ্ডিত অক্ষর) ব্যবহৃত হয় সেগুলো তিন প্রকার:

১. যেগুলোর মাদ ৬ হারাকাত পরিমাণ। ইহা ৮টি হরফে হয় যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

২. যেগুলোর মাদ মাদ ত্বা'য়ী তথা দুই হারাকাত পরিমাণ। এর অক্ষর মাত্র ৫টি যথা: (ر ، هـ ، ط ، ي ، ح)।

৩. যার কোন মাদ নেই এমন অক্ষর ১টি আর তা হচ্ছে আলিফ (ا)।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مخارج الحروف

হরফের উচ্চারণস্থল

কোন হরফের মাখরাজ জানার পন্থা হলো: হরফটিকে সাকিন করে তার পূর্বে একটি ফাতহাযুক্ত হামাজা দ্বারা উচ্চারণ করলে আওয়াজ যেখানে থেমে যাবে, সেটিই সে হরফের মাখরাজ। যেমন:

أبْ ، أحْ ، أهْـ ، أقْ ، أسْ ، أنْ

ধ দুই পাশ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নোটঃ আরবিতে উপরের দুই দাঁতকে "সানায়া উল্ইয়া" এবং নিচের বড় দুই দাঁতকে "সানায়া সুফ্লা" বলে। এর পরের দুই দিক হতে দুই দাঁতকে "রুবা'য়ী" বলে। এর পরের দুই দিকের দুই দাঁতকে "আন্ইয়াব" বলে। এর পরের মাড়ির দাঁতগুলোকে "আজরাস" বলে।

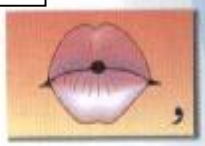

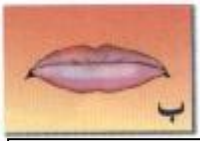

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আরবী কুরআনের বিরাম চিহ্নের পরিচয়

ওয়াক্‌ফ করা লাজেম (জরুরি)।	مـ
ওয়াক্‌ফ করা নিষেধ।	لا
মিলিয়ে পড়া উত্তম কিন্তু ওয়াক্‌ফ (থামা) জায়েয।	صلے
ওয়াক্‌ফ করা উত্তম কিন্তু মিলিয়ে পড়া জায়েয।	قلے
ওয়াক্‌ফ করা জায়েয।	ج
যে কোন এক স্থানে ওয়াকফ করা জায়েয বুঝানোর জন্য।	∴ ∴
অতিরিক্ত হরফ যা পড়তে হবে না বুঝানোর জন্য।	٥
মিলিয়ে পড়ার সময় অতিরিক্ত হরফ বুঝানোর জন্য।	٥
সুকূনের আলামত বুঝানোর জন্য।	ـْـ
ইকলাব আছে বুঝানোর জন্য।	م
পাশাপাশি দুইট হারাকাত তানবীনকে ইযহার করে পড়ার জন্য।	ـً ـً
আগে-পরে দুইটি হারাকাত তানবীনকে ইদগাম ও ইখফা করার জন্য।	ـً ـً
ছেড়ে দেওয়া হরফকে পড়া ওয়াজিব।	ا
স্বদের পরিবর্তে সীন পড়া ওয়াজিব। আর যদি নিচে হয় তবে স্বদ পড়া বেশি প্রসিদ্ধ।	س
অতিরিক্ত মাদ জরুরি।	~
সেজদার স্থান। যেখানে সেজদা করা সুন্নত তার নিচে দাগ থাকবে।	
পারা ও হিজ্‌ব শুরুর চিহ্ন।	
আয়াতের শেষ ও নম্বরের চিহ্ন।	

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কিছু অতিরিক্ত বিরাম চিহ্নের পরিচয় ও উদ্দেশ্য

চিহ্ন	অর্থ	উদাহরণ
,	আয়াত শেষ ও তার নম্বরের চিহ্ন।	% $ # " !
۞	পারা ও হিজ্ব শুরু হওয়ার চিহ্ন।	% $ # " !
۩	সেজদার চিহ্ন।	كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩
∴ ∴	দুইটির কোন এক স্থানে ওয়াক্ফ করা যাবে।	+ * (' & % $ #

আমাদের দেশীয় কুরআনে ব্যবহৃত অতিরিক্ত কিছু বিরাম চিহ্ন

চিহ্ন	উদ্দেশ্য	উদাহরণ
○	আয়াত শেষ হওয়ার চিহ্ন।	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝
ط	সাধারণ ওয়াকফের চিহ্ন। এখানে ওয়াকফ করা প্রয়োজন।	لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ط هٰذَا يَوْمُكُمُ
ص	এখানে ওয়াকফ করার অনুমতি আছে। তবে মিলিয়ে পড়া উচিত।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ص فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ
۵	ইরাকের কূফা শহরের কারীগণ ছাড়া অন্যান্য কারীগণের নিকট আয়াত শেষ হওয়ার চিহ্ন।	صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۵ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ
قف	দাঁড়াও ! যেখানে পাঠকারীর মিলিয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে, সেখানে ব্যবহার করা হয়।	سَلٰمٌ قف هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝
ز	জায়েয ওয়াক্ফের আলামত। তবে ওয়াকফ না করাই উত্তম।	غِشَاوَةٌ ز وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝
س	সাকতাহ-এর আলামত। শ্বাস জারি রেখে ওয়াকফ করাকে ‘সাকতাহ’ বলে।	كَلَّا بَلْ س رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

চিহ্ন	উদ্দেশ্য	উদাহরণ
وقفة	লম্বা করে সাকতা করার চিহ্ন ।	أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۟ ⑰
لا	আয়াতের উপরে লিখা থাকলে ওয়াকফ করার ব্যাপারে দ্বিমত আছে। কিন্তু মাঝখানে লিখা থাকলে ওয়াকফ নিষিদ্ধ।	ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ⑤ لا فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ لا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا
ق	কারো মতে ওয়াকফ। এখানে ওয়াকফ না করাই উচিত।	أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ق وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑤
ع	রুকুর চিহ্ন।	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑳ ع
۩	সেজদার স্থানের চিহ্ন ।	وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ㉑

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com